ভারতীয় সংবিধান

❖ গণপরিষদ

- 1934- এম এন রায় ধারণাটি প্রস্তাব করেছিলেন
- ক্যাবিনেট মিশন পরিকল্পনায়, ব্রিটিশ সরকার ভারতের জন্য একটি গণপরিষদ গঠনের প্রস্তাব গ্রহণ করে
- সদস্য- ৩৮৯, ব্রিটিশ শাসিত রাজ্য- ২৯৬ এবং দেশীয় রাজ্য- ৯৩
- গণপরিষদ ছিল আংশিক নির্বাচিত ও আংশিক মনোনীত সংস্থা
- নভেম্বর 1946 সালে প্রতিষ্ঠিত
- প্রথম সভা- ডিসেম্বর ১৯৪৬
- অন্তর্বর্তীকালীন সভাপতি - শচ্চিদানন্দ সিনহা
- চেয়ারপার্সন - ডঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ
- স্পিকার- জি.ভি.মাভলাঙ্কার
- পরিষদটি সংবিধান প্রণয়নকারী সংস্থার পাশাপাশি অস্থায়ী সংসদ হিসাবে কাজ করেছিল। যখন তারা সংবিধান প্রণয়নকারী সংস্থা হিসাবে কাজ করেছিল, তখন ডঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ চেয়ারপার্সন হিসাবে কাজ করেছিলেন এবং যখন তারা একটি অস্থায়ী সরকার হিসাবে কাজ করেছিলেন, তখন জি.ভি.মাভলাঙ্কার স্পিকার হিসাবে কাজ করেছিলেন
- গুরুত্বপূর্ণ কমিটিঃ
  - **জওহরলাল নেহেরুর নেতৃত্বে কমিটি:**
    - ইউনিয়ন সংবিধান কমিটি
    - ইউনিয়ন বিদ্যুৎ কমিটি
    - রাজ্যগুলির সঙ্গে আলোচনায় কমিটি
  - সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের নেতৃত্বে কমিটি
    - প্রাদেশিক সংবিধান কমিটি

- মৌলিক অধিকার, সংখ্যালঘু ও উপজাতি ও বহির্ভূত এলাকা বিষয়ক উপদেষ্টা কমিটি
  - ডঃ রাজেন্দ্র প্রসাদের নেতৃত্বে কমিটি
- কার্যপ্রণালী বিধি কমিটি
- স্টিয়ারিং কমিটি
  - খসড়া কমিটি
- নেতৃত্বে ডঃ বি আর আম্বেদকর
- এটি ছিল সাত সদস্যের একটি সংস্থা
  - চেয়ারপার্সন হিসাবে ডঃ বি আর আম্বেদকর
  - এন.জি.আয়েঙ্গার
  - আল্লাদি কৃষ্ণস্বামী আইয়ার
  - কে এম মুন্সি
  - সৈয়দ মোহাম্মদ সাদুল্লাহ
  - এন মাধব রাউ
  - টি টি কৃষ্ণমাচারী

- ১৯৪৯ সালের ২৬ নভেম্বর সংবিধান গৃহীত হয়
- **মূল সংবিধানে ১টি প্রস্তাবনা, ৩৯৫টি অনুচ্ছেদ, ২২টি অংশ এবং ৮টি তফসিল ছিল**
- পুরো সংবিধান ইতিমধ্যে প্রণীত হওয়ার পরে প্রস্তাবনাটি প্রণয়ন করা হয়েছিল
- **ঐতিহাসিক কারণে ২৬শে জানুয়ারিকে সংবিধানের 'সূচনার তারিখ' হিসাবে বেছে নেওয়া হয়েছিল- ১৯৩০ সালের এই দিনে কংগ্রেসের লাহোর অধিবেশনের (১৯২৯) প্রস্তাব অনুসারে 'পূর্ণ স্বরাজ' উদযাপিত হয়েছিল**

- **Schedules: 12 (Originally it was 8)- Acronym- <u>TEARS OF OLD PM</u>**
  - **1-** India and its **<u>T</u>**erritory
  - **2- <u>E</u>**moluments of important personalities (e.g. the President, judges of the Supreme Court)
  - **3-** Oath or **<u>A</u>**ffirmation **(** e.g. MPs of Parliament, Union Ministers **)**
  - **4- <u>R</u>**ajya Sabha **–** allocation of seats
  - **5- <u>Scheduled</u>** Tribe related provisions for few states (Maharashtra, Andhra Pradesh, Chhattisgarh, Gujarat, Himachal Pradesh, Madhya Pradesh, Odisha, Rajasthan, Jharkhand)
  - **6- <u>O</u>**ther Tribal Areas (Assam, Meghalaya, Tripura and Mizoram)
  - **7- <u>F</u>**ederal structure **–** it consists three lists- Union List, State list and Concurrent list
    - Centre can make laws on any subject in the Union list - **<u>originally had 97 subjects. Now, it has 100 subjects.</u>** For example, Armed Forces, CBI, UN, Diplomatic relations, Citizenship etc
    - State can make laws on any subject on the state list - **<u>It has 61 subjects. Earlier, it had 66 items</u>.** For example, Local government, Agriculture, Water, Prisons etc.
    - Centre and State both can make laws on subjects in the concurrent list but in case of conflict, central laws will be applicable **- <u>It has 52 subjects enumerated under it.</u>** For example, Education, Forests, Weights and measures etc**.**
  - **8- <u>O</u>**fficial Language
  - **9- <u>L</u>**aws which are immune to judicial review **added by 1st amendment, 1951**
  - **10-** Anti-**<u>D</u>**efection **added by 52nd amendment,1985**
  - **11- P**anchayat related subjects (29 subjects) **—added by 73rd amendment,1992**

12- <u>M</u>unicipalities related subjects (18 subjects) **added by 74th amendment, 1992**

❖ **ভারতীয় সংবিধানের কিছু অংশ – ২৫** --- এগুলি একটি বইয়ের অধ্যায়গুলির মতো এবং নিবন্ধগুলি পৃষ্ঠা নম্বরের মতো - মূলত আমাদের 22 টি অংশ ছিল।

➢ নতুন সংযোজিত অংশ-

- **Part IV-A** – মৌলিক কর্তব্য (ধারা ৫১-ক) – ৪২তম সংশোধনী, ১৯৭৬ দ্বারা সংযোজিত
- **Part XIV**- ট্রাইব্যুনাল - ৪২তম সংশোধনী, ১৯৭৬ দ্বারা সংযোজিত
- **Part IX-A** পৌরসভা - 74 তম সংশোধনী, 1992 দ্বারা যোগ করা হয়েছে
- **Part IX-B**—সমবায় সমিতি—৯৭তম সংশোধনী, ২০১১ দ্বারা সংযোজিত

➢ Deleted Part:

- **Part VII**- সপ্তম সংশোধনী, ১৯৫৬ দ্বারা বিলুপ্ত

❖ প্রস্তাবনাঃ

➢ **প্রস্তাবনার পাঠ:**

আমরা, ভারতের জনগণ, ভারতকে একটি সার্বভৌম সমাজতান্ত্রিক ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র হিসাবে গঠন করার এবং তার সকল নাগরিককে সুরক্ষিত করার জন্য দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ:

ন্যায়বিচার, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক;

চিন্তা, মতপ্রকাশ, বিশ্বাস, বিশ্বাস ও উপাসনার স্বাধীনতা;

সামাজিক প্রতিষ্ঠা অর্জন ও সুযোগের সমতা;

এবং তাদের সকলের মধ্যে

ব্যক্তির মর্যাদা এবং জাতির ঐক্য ও অখণ্ডতা সুনিশ্চিতকরনের মাধ্যমে

তাদের মধ্যে যাতে ***ভ্রাতৃত্বভাব*** *গড়ে ওঠে তার জন্য;*

সত্যনিষ্ঠার সাথে শপথ গ্রহণ করে আমাদের গনপরিষদে আজ, ***১৯৪৯*** *সালের নভেম্বর মাসের ছাব্বিশতম দিনে এতদ্বারা এই সংবিধান প্রণয়ন, প্রণয়ন ও সমর্পণ করিতেছি।*

- **সমাজতান্ত্রিক** — ৪২তম সংশোধনী, ১৯৭৬ দ্বারা সংযোজিত
- **ধর্মনিরপেক্ষ**--- ৪২তম সংশোধনী, ১৯৭৬ দ্বারা সংযোজিত
- **শুদ্ধাচার** --- ৪২তম সংশোধনী, ১৯৭৬ দ্বারা সংযোজিত
- স্বাধীনতা, সাম্য ও ভ্রাতৃত্ববোধের ধারণা নেয়া হয়েছে ফরাসি বিপ্লবের ধারণা থেকে
- প্রস্তাবনায় বলা হয়েছে- ক্ষমতার উৎস, রাষ্ট্রের প্রকৃতি এবং সংবিধান গ্রহণের তারিখ
- প্রস্তাবনা সংবিধানের একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ, যা সুপ্রিম কোর্ট কর্তৃক ১৯৭৩ সালের কেশবনদা ভারতী মামলায় উল্লেখ করা হয়েছে - মৌলিক কাঠামোর মতবাদ

❖ মৌলিক অধিকার : তৃতীয় অংশ (A12-A35)

- মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে ধারণাটি ধার করেছেন
- **অনুচ্ছেদ ১২**- রাষ্ট্রের সংজ্ঞা
- **অনুচ্ছেদ** 13- বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনা
- সাম্যের অধিকার
  - **অনুচ্ছেদ ১৪**- আইনের চোখে সমতা
  - **অনুচ্ছেদ ১৫**- জাতি, ধর্ম ইত্যাদি নির্বিশেষে সাম্য।
  - **অনুচ্ছেদ ১৬**- সরকারি চাকরিতে সমতা
  - **অনুচ্ছেদ ১৭**- অস্পৃশ্যতা বিলোপ

- **ধারা-১৮** – উপাধি ব্যবহার ও গ্রহণ সংক্রান্ত নিষেধাজ্ঞা

➢ স্বাধীনতার অধিকার

- **অনুচ্ছেদ ১৯**- ছয়টি অধিকারের সুরক্ষা -
  - বাক স্বাধীনতা,
  - শান্তিপূর্ণভাবে সমাবেশ করার অধিকার
  - সমিতি গঠনের অধিকার
  - ভারতের সর্বত্র অবাধে চলাফেরার অধিকার
  - ভারতের ভূখণ্ডের যে কোনও অংশে বসবাস বা বসতি স্থাপনের অধিকার
  - যে কোন পেশা চর্চার অধিকার
- **ধারা-২০**- অপরাধের জন্য দোষী সাব্যস্ত হওয়ার ক্ষেত্রে সুরক্ষা
- **অনুচ্ছেদ ২১** - জীবন ও ব্যক্তি স্বাধীনতার অধিকার
- **অনুচ্ছেদ ২১ক**- শিক্ষার অধিকার - **৮৬তম সংশোধনী ২০০২ দ্বারা সংযোজিত**
- **ধারা-২২**- গ্রেফতার ও আটকের সময় সুরক্ষা

➢ শোষণের বিরুদ্ধে অধিকার

- **অনুচ্ছেদ ২৩**- মানব ও জোরপূর্বক শ্রম নিষিদ্ধকরণ
- **অনুচ্ছেদ ২৪**- শিশুশ্রম নিষিদ্ধকরণ

➢ ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকার

- **অনুচ্ছেদ ২৫**- ব্যক্তির ধর্মীয় স্বাধীনতা
- **অনুচ্ছেদ ২৬:** ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের ধর্মীয় স্বাধীনতা
- **অনুচ্ছেদ ২৭**- ধর্ম প্রচারের জন্য কর থেকে মুক্তি
- **অনুচ্ছেদ ২৮**- ধর্মীয় নির্দেশাবলী পালনের স্বাধীনতা

➢ সাংস্কৃতিক ও শিক্ষাগত অধিকার

- **অনুচ্ছেদ ২৯:** সংখ্যালঘুদের স্বার্থ সংরক্ষণ
- **অনুচ্ছেদ-৩০ :** শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন ও পরিচালনার অধিকার

➢ **অনুচ্ছেদ ৩২**- সাংবিধানিক প্রতিকারের অধিকার — বি আর আম্বেদকর রচিত 'হৃদয়

ও আত্মা'

- **অনুচ্ছেদ ৩৩**- সশস্ত্র বাহিনী ও মৌলিক অধিকার
- **অনুচ্ছেদ ৩৪**- সামরিক আইন ও মৌলিক অধিকার
- **অনুচ্ছেদ-৩৫**: মৌলিক অধিকার প্রয়োগের জন্য সংসদের ক্ষমতা
- **কেন ৩১ নং ধারা থাকবে না?—** এটি এখন আর মৌলিক অধিকার নয়, এটি এখন সাংবিধানিক ও আইনি অধিকার (৩০০-ক ধারা)
- এসব অধিকার প্রণয়নের জন্য আলাদা আইনের প্রয়োজন নেই
- **ধারা 15, 16, 19, 29 এবং 30 – শুধুমাত্র ভারতের নাগরিকদের জন্য প্রযোজ্য**
- মৌলিক অধিকার চিরস্থায়ী বা পবিত্র নয়।
- তারা পরম নয় কিন্তু প্রকৃতির যোগ্য
- মৌলিক অধিকার লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে কেউ সরাসরি সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হতে পারেন

মৌলিক অধিকার রাজনৈতিক গণতন্ত্র নিশ্চিত করে

DILIGENCE DEXTERITY DETERMINATION